ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৩১৭
আগরতলা, ১৮ অক্টোবর, ২০২৫

সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ এবং সমবায় মন্ত্রী
ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযান এবং
পিএম জনমন বাস্তবায়ণে ত্রিপুরার তিনটি জাতীয় পুরস্কার

ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযান ও পিএম জনমন বাস্তবায়নে ত্রিপুরা রাজ্য তিনটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এর মধ্যে ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযানে এবং পিএম জনমন বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা পিএম জনমন বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসাবে পুরস্কার লাভ করেছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, ১৭ অক্টোবর নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রোপদী মুর্মু এই পুরস্কার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে. গশী কুমার এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রনের হাতে তুলে দেন। ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযানে রাজ্যের সাফল্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, এই কর্মসূচিতে ৪০৩৬টি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। যাতে ১২.৭ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এই ক্যাম্পগুলির মাধ্যমে ৫৫ হাজার ৯৫৮টি আধারকার্ড, ৪৩ হাজার ৪২৪টি কাস্ট সার্টিফিকেট, ৩৯ হাজার ৪১৪টি স্থায়ী নিবাস সংশাপত্র এবং ১৬ হাজার ৬০২টি পাট্টা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ২৭ হাজার ৪৯টি আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মাননিধি যোজনায় ১৫ হাজার ৮৪১ জন, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় ১২ হাজার ১০৫ জন এবং প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বিমা যোজনার আমতায় ২৪ হাজার ৯৬৩ জন উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও ১৭ হাজার ৭৩ জনকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, ৬ হাজার ৪৯৩ জনকে বনধন যোজনার আমতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও পিএম উজ্জ্বলা যোজনায় ৮ হাজার ৮৬৩ জনকে গ্যাস সংযোগ ও ১৫ হাজার ৩২১ জনকে রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে।

******২য় পাতায়

সাংবাদিক সম্মেলনে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, পিএম জনমন প্রকল্পে ত্রিপুরা রাজ্যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে রাজ্যে ৬৫ হাজার ৮৪০টি পরিবারকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করার জন্য প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। মোট ১১টি দপ্তর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫২৩কোটি ২৭ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩২২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এই যোজনায় এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ৫৪৮টি পাকা বাড়ির কাজ সম্পন্ন, ১৪১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা, ৩৮ হাজার ১৪ টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ, ১১ হাজার ৬৯২টি পরিবারে বিদ্যুতায়ন, ১০টি মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন, ১৮টি বহুমুখী কেন্দ্র নির্মাণ, ৩০টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রায় ২০৫ কিমি রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচিকে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে কাজ করে চলছে। দলমত নির্বিশেষে যোগ্য সুবিধাভোগীরা যাতে কোন ধরণের সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন সেদিকে নজর দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে. শশী কুমার ও অধিকর্তা সুভাশীষ দাস।

******